দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... APR. 18 1999
পৃষ্ঠা ... কলাম ৭

মেধাভিত্তিক আসন বণ্টনের প্রতিশ্রুতি

কৃষি ভার্সিটিতে বঙ্গবন্ধুর নামে নতুন ছাত্রাবাস

অবশেষে ময়মনসিংহস্থ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গবন্ধুর নামে নতুন হলের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০ম এবং ছাত্রদের জন্য ৯ম হল। হলটি এখন উদ্বোধনের অপেক্ষায়। ১৯৯৪ সালের ৫ জুন বিশ্ববিদ্যালয়ে তৃতীয় সমাবর্তনে প্রদত্ত ভাষণে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ও চ্যান্সেলর বেগম খালেদা জিয়া ছাত্রদের আবাসন সমস্যার প্রেক্ষিতে একটি নতুন হল নির্মাণের ঘোষণা দেন। সেই অনুযায়ী '৯৬-এর ৩০ জুন হলের নির্মাণ কাজ শুরু হয়। ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন তৎকালীন উপাচার্য প্রফেসর ডঃ শাহ্ মোঃ ফারুক। নির্ধারিত সময়ে '৯৮-এর ডিসেম্বরে হলটির নির্মাণ শেষ হয়। এটি

সাজ্জাদ হোসেন

নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ৬ কোটি ২৯ লাখ ৭৬ হাজার ৫শ' ৪১ টাকা। ২টি ব্লকে বিভক্ত ৪তলার এ হলটিতে ৬০০ সিটের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এতে ১৫২টি কক্ষ, ১টি ডাইনিং, ২টি কিচেন, ১টি নামাজ কক্ষ, ১টি কমন রুম ও ১টি লাইব্রেরী রয়েছে। বঙ্গবন্ধু হলের প্রভোস্টের দায়িত্ব নিয়েছেন সার্জারি ও অবস্টেট্রিকস বিভাগের অধ্যাপক ডঃ মোঃ গোলাম শাহি আলম। তাঁর সহযোগিতায় রয়েছেন ৫ জন হাউস টিউটর এবং ৩৩ জন স্টাফ।

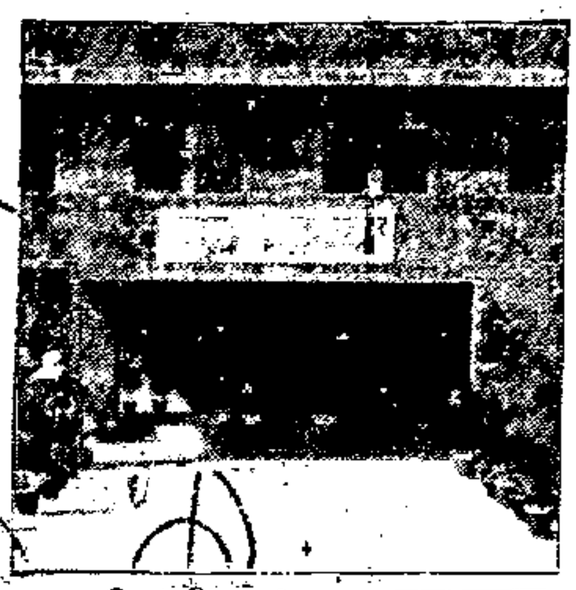

বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃহত্তম এই হলটির নামকরণ নিয়ে শুরুতেই বিতর্ক দেখা দেয়। বিএনপি সমর্থক শিক্ষক-ছাত্রছাত্রী ও ছাত্রদল চেয়েছে বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা সাবেক রাষ্ট্রপতি শহীদ জিয়াউর রহমানের নামে হলের নাম হোক। তারা যুক্তি দেখিয়েছে অনেক। তারা বলেছে যে, যেহেতু সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার প্রতিশ্রুতি মোতাবেক হলের নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে এবং ব্যয়ের পুরো টাকাটাই এসেছে সরকারী অনুদান থেকে সুতরাং হলের নাম হওয়া উচিত জিয়া হল। অপর পক্ষে (বর্তমান ভিসিসহ) যারা সরকারের সমর্থক (গণতান্ত্রিক শিক্ষক ফোরাম, ছাত্রলীগ) তারা চেয়েছে হলের নাম স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে হোক। তাদেরই জয় হয়েছে। সিন্ডিকেট "বঙ্গবন্ধু হল" নাম অনুমোদন দিয়েছে।

আশার কথা, বঙ্গবন্ধু হলের প্রভোস্ট ডঃ শাহি আলম বলেছেন– এ হলে মেধাভিত্তিক সিট বণ্টন করা হবে। তাঁর ভাষ্য অনুযায়ী জুনের শেষ সপ্তাহে হল উদ্বোধন করলেই বোঝা যাবে তাঁর কথা কতটা বাস্তবতার দাবিদার। সাধারণ ছাত্ররা সিট বণ্টনের ক্ষেত্রে নোংরা রাজনীতির খেলা আর দেখতে চায় না।